বর্ষ-১ । সংখ্যা-৪ । ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩১ । মার্চ ২০২৫

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
-এর
নিউজলেটার

মার্চ ২০২৫

বিএসএমএমইউ

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

সম্পাদক
সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ

নির্বাহী সম্পাদক
সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাইফুল আজম রঞ্জু
সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব

নিউজ - প্রশান্ত মজুমদার

আলোকচিত্র - আরিফ খান

ডিজাইন - /LipichitroBD

প্রকাশক - অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার, বিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত, জনসংযোগ শাখা কর্তৃক প্রচারিত। প্রকাশকালঃ এপ্রিল-২০২৫।

সূচিপত্র

০৪ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

০৬ বিএমইউ'র বহির্বিভাগে আগত রোগীদের দুর্ভোগ লাঘবে চালু হয়েছে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা

০৮ বিএমইউ'র বিএসসি ইন নার্সিং ১৪তম ব্যাচ ও এমএসসি ইন নার্সিং ৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ২০২৫ অনুষ্ঠিত

০৯ বিএমইউতে ক্রয় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ই-জিপি সিস্টেম বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

১০ বিএমইউতে ইউরোলজি দিবস ২০২৫ উপলক্ষে গণসচেতনতামূলক র‌্যালি

১২ বিএমইউতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসাসেবা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

১৪ বিএমইউতে বিশ্ব কিডনী দিবস ২০২৫ উদযাপিত

১৬ বিএমইউতে চোখের নীরব ঘাতক বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ উপলক্ষে র‌্যালিসহ নানা আয়োজন

১৮ বিএমইউতে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২৫ অনুষ্ঠিত

১৯ বিএমইউতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মোড়কজাত খাদ্যের উপাদান সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিতকরণ সভা

২১ বিএমইউতে "বাংলাদেশের উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের উপর কৌশলগত নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন" শীর্ষক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ বিষয়ক কর্মশালা

২২ বিএমইউ'র সাবেক ডিন অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলামের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

২৪ বিএমইউতে দুর্ঘটনাসহ সকল ধরণের আহত রোগীদের সর্বাধুনিক জরুরি চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে "এ্যাসেনশিয়াল অফ ট্রমা কেয়ার ইন দ্যা ইমার্জেন্সি রুম" বিষয়ক সিএমই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

২৬ স্টেম সেল রুট ক্যানাল থেরাপী দাঁত সংরক্ষনের এক অত্যাধুনিক যুগান্তকারী চিকিৎসা পদ্ধতি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বিএমইউ কর্তৃপক্ষ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে।

নানা আয়োজন ও বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্প- স্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশন ইত্যাদি।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক এই দিবস উপলক্ষে গত বুধবার ২৬ মার্চ ২০২৫ইং তারিখ, সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর সকাল সাড়ে ১০টায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষকবৃন্দ, সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এরপর বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় মোনাজাত করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের এবং জুলাই আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, দীর্ঘ দিন মানুষের বাক স্বাধীনতা ছিল না। বর্তমানে মানুষ মুক্তভাবে কথা বলতে পারছে। বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার এটাই শেষ সুযোগ। সকল ধরণের নৈরাজ্য মোকাবিলা করে, ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

এসময় সম্মানিত প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, জাতীয় ঐক্য ধরে রেখে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। অতি

বাংলাদেশকে
এগিয়ে নেয়ার এটাই শেষ
সুযোগ।

–অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

জাতীয় ঐক্য ধরে রেখে
সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে
বাংলাদেশকে সামনের
দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

–অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনও এখন সময়েরই দাবি। জাতীয় এ কর্মসূচীতে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার) অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাহিদ ফারহানা আমিন, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন, ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, ডা. মোঃ সহিদুল ইসলাম, ডা. আবু হেনা হেলাল উদ্দিন আহমেদ, ডা. শাহরিয়ার শামস লস্কর, ডা. আকবর হোসাইন, কর্মকর্তা খন্দকার শফিকুল হাসান, মোঃ মাসুদ রানা, সাবিনা ইয়াসমিন, মোঃ লুৎফর রহমান, মোঃ মারুফ হোসেন, মোঃ হুমায়ুন কবীর, মোঃ মাহমুদুল হাসান আমিন, মোঃ মাশিউর রহমান, মোঃ আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ আবু নাজির প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমইউ'র বহির্বিভাগে আগত রোগীদের দুর্ভোগ লাঘবে চালু হয়েছে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা

> অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্টে আসা রোগীদের যাতে প্রয়োজনীয় সময় চিকিৎসকরা দেন তা নিশ্চিত করা হবে।
>
> –অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বিএমইউ'র বহির্বিভাগে আগত রোগীদের দুর্ভোগ লাঘব ও উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে স্বাধীনতার মাস মার্চ মাস এ চালু হয়েছে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা কার্যক্রম। বিএমইউ'র ওয়েবসাইট (www.bsmmu.ac.bd) তে প্রবেশ করে রোগীরা তাদের প্রয়োজন মতো চিকিৎসকের পরামর্শ সেবা নেয়ার জন্য অনলাইনে অ্যাপয়েনমেন্ট নিতে পারবেন। এতে করে সকাল বেলায় রোগীদেরকে একসাথে বিএমইউ এর বহির্বিভাগে এসে টিকেটের জন্য এখন থেকে আর ভিড় করতে হবে না।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম জানিয়েছেন, রোগীদের সেবার মান উন্নত, বিএমইউ'র বহির্বিভাগে আগত রোগীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম বেগবান করতে বহির্বিভাগে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট চালু করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বহির্বিভাগের চিকিৎসাসেবা প্রদানের সাথে একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম সংযুক্ত করতে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বিশেষ ভূমিকা রাখবে। অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট চালু হলে রোগীদের ডাটা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগ পুরোপুরি অটোমেশন করা সম্ভব হলে রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষার তথ্যসহ চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এতে করে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজন মতো রোগীর তথ্য জেনে মূল্যবান পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দিতে পারবেন। একই সাথে সংগৃহীত ডাটাসমূহ নিত্যনতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে। তিনি আরো জানান, অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্টে আসা রোগীদের যাতে প্রয়োজনীয় সময় চিকিৎসকরা দেন তা নিশ্চিত করা হবে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রেসিডেন্টদের রোগীকে টাচ না করেই কোনোমতে দেখে রোগীকে দ্রুত বিদায় করে দেয়ার যে মানসিকতা গড়ে উঠছে সেক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন

আসবে। ফলে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট রোগীকে যথাযথ সময় দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হবে এবং এটা চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়ন ও রোগীর সন্তুষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, বহির্বিভাগে চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নসহ রোগীদের দুর্ভোগ লাঘব, অযথা ভিড় এড়ানো, রোগীদের সময় সাশ্রয় করা, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বহির্বিভাগের টিকেট সংগ্রহের ঝামেলা এড়ানো, রোগীদের উন্নত ও সন্তুষ্টিমূলক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বর্তমান বিএমইউ প্রশাসন বহির্বিভাগে আগত রোগীদের জন্য অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা কার্যক্রম চালু করেছে। বিএমইউ'র বহির্বিভাগ ১ ও ২ এ এই কার্যক্রম চালুর সময় সেখানে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সহযোগী অধ্যাপক ডা. এরফানুল হক সিদ্দিকী, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, আইটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ডা. একেএম আখতারুজ্জামান, সিস্টেম এনালিস্ট মোঃ মারুফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমইউ'র বহির্বিভাগে আগত রোগীদের জন্য চালু হয়েছে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা

নিচের কোডটি স্ক্যান করে সরাসরি অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা গ্রহন করা যাবে

বিএমইউ'র বিএসসি ইন নার্সিং ১৪তম ব্যাচ ও এমএসসি ইন নার্সিং ৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ২০২৫ অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন-
মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (প্রশাসন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বক্তব্য রাখছেন-
কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার

বিএমইউ বিএসসি ইন নার্সিং ১৪তম ব্যাচ ও এমএসসি ইন নার্সিং ৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার ১লা মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক মিলনায়তনে বিএমইউ'র গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগ ও এমএসসি নার্সিং বিভাগ এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএমইউ'র উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সহযোগী অধ্যাপক ডা. এরফানুল হক সিদ্দিকী, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেঃ জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ মনির হোসেন খান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম তার বক্তব্যে চিকিৎসা সেবায় নার্সিং পেশার অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে নবীন নার্সিং শিক্ষার্থীদের "লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প" খ্যাত মহিয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিকমানের নার্স হিসেবে গড়ে তোলার জোরালো আহ্বান জানান।

বিএমইউতে ক্রয় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ই-জিপি সিস্টেম বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

ক্রয় ব্যবস্থাকে আধুনিক, স্বচ্ছ ও দক্ষ করার লক্ষ্যে বিএমইউ এর ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ) এর মাধ্যমে দোহাটেক (Dohatec) কর্তৃক "ই-জিপি ট্রেনিং ফর প্রকিউরিং এন্টিটি (পিই) ইউজার (e-GP Training For Procuring Entity (PE) User)" শিরোনামের ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ বোরাক ইউনিক হাইটসে গত শনিবার ১ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী দিনে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে সনদ বিতরণ করেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএমইউ'র কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, আইকিউএসি এর পরিচালক অধ্যাপক নুরুন নাহার খানম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে দোহাটেক এর নলেজ অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগের পরিচালক মোসাম্মৎ তাসলিমা আক্তার তার বক্তব্যে প্রদান প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক ডা. তারিক রেজা আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, ক্রয় ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, গতিশীল করতে ই-জিপি সিস্টেমের ব্যবহার অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-জিপি সিস্টেমের ব্যবহার এখন জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-জিপি বাস্তবায়ন না করায় অনেক সমালোচনা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা আরও আগে থেকেই অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হওয়া প্রয়োজন ছিল। ই-জিপি সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে পারলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট হওয়া অনেক প্রশ্নের সমাধান বা উত্তরণের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

বিএমইউতে ইউরোলজি দিবস ২০২৫ উপলক্ষে গণসচেতনতামূলক র‍্যালি

বিএমইউ'র ইউরোলজি বিভাগ ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ইউরোলজিক্যাল সার্জনস এর উদ্যোগে ইউরোলজি দিবস ২০২৫ উপলক্ষে গত বুধবার ৫ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বিএমইউ ক্যাম্পাসে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য ও শ্লোগান ছিল "কিডনী সমস্যা: ইউরোলজিষ্টই ভরসা"। র‍্যালিপূর্বক সমাবেশে বক্তারা রোগ প্রতিরোধ ও গণসচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

র‍্যালিতে বিএমইউ'র ইউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাঃ সাইদুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, অধ্যাপক ডা. মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ডা. এসএম ইউনুস আলী, সহকারী অধ্যাপক ডা. এ এস এম শফিউল আজম, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ নবিদ আলম, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, প্রস্থুডনটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও উপ-রেজিস্ট্রার (আইন) ডা. আবু হেনা হেলাল উদ্দিন আহমেদ, উপ-রেজিস্ট্রার ও উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের একান্ত সচিব মোহাম্মদ আনিছ উর রহমান প্রমুখ ছাড়াও র‍্যালিতে বিএমইউসহ দেশের ইউরোলজিস্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র মাহে রমজান ২০২৫ উপলক্ষে দরিদ্র রোগীদের কল্যাণার্থে "যাকাত সংগ্রহ মেলা" এর শুভ উদ্বোধন

গত সোমবার ৩ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বিএমইউতে পবিত্র মাহে রমজান ২০২৫ উপলক্ষে দরিদ্র রোগীদের কল্যাণার্থে রোগী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী "যাকাত সংগ্রহ মেলা" এর শুভ উদ্বোধন করেন বিএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। এসময় বিএমইউ'র সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, অতিরিক্ত পরিচালক (অডিট) খন্দকার শফিকুল হাসান, অতিরিক্ত-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নাছির উদ্দিন ভূঞা প্রমুখ ছাড়াও হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন মেলা চলেছে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাঙ্কিং বিষয়ক প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

১৬ মার্চ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাঙ্কিং বিষয়ক প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং কমিটি ২০২৫ এর সভাপতি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএমইউ'র উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম। র‌্যাঙ্কিং বিষয়ক উপস্থাপনা করেন সদস্য সচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন। এছাড়াও কমিটির অন্যান্য সকল সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মাননীয় উপাচার্য র‌্যাঙ্কিং বিষয়ে গুরুত্ব বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোকপাত করেন। সকল সদস্যগণ র‌্যাঙ্কিং সিস্টেমের ভূমিকা, উচ্চশিক্ষা নীতি প্রস্তাবনা, গবেষণা তহবিল এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাঙ্কিংয়ের গুরুত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার সাথে র‌্যাঙ্কিং সিস্টেমের তুলনা, কৌশলগত দিকনির্দেশনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাঙ্কিং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাঙ্কিং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই একটি প্রতিষ্ঠানের ধারণা এবং সুনামকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। র‌্যাঙ্কিং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-স্তরের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকমন্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিকরণ এবং গবেষণার জন্য তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। র‌্যাঙ্কিং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি মানদন্ড হিসাবেও কাজ করে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিযোগিতা-মূলক এবং প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়কে র‌্যাঙ্কিং মানদন্ডের সাথে অগ্রসর হতে হবে বলে বক্তারা মতামত প্রকাশ করেন।

সভায় ইন্সটিটিউশনাল প্রাকটিস এর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়।

বিএমইউতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসাসেবা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ হতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ২০০ এরও বেশি রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসায় প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ৬৫ জন রোগীকে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়, যার মধ্যে-

- ২৬ টি বুলেট ইঞ্জুরি
- ২১ টি পিলেট ইঞ্জুরি
- ১৬ টি শারীরিক আঘাত
- ১৫ টি মেরুদন্ডের ব্যাথা
- ২ টি উপর থেকে পড়ে আঘাত পাওয়া
- ১৫ টি বিভিন্ন ইউনিটে মেজর অপারেশন

অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ হতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ২ শতাধিক রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বিএমইউতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের সার্জিক্যাল ও অর্থোপেডিক দৃষ্টিকোন থেকে বিএমইউ থেকে প্রদানকৃত চিকিৎসাসেবা নিয়ে মেডিক্যাল রেসপন্স অফ বিএমইউ টু দি জুলাই আপরাইজিং: সার্জিক্যাল এন্ড অর্থোপেডিক পারসপেকটিভ (Medical Response of BSMMU to the July Uprising: Surgical and Orthopedic Perspectives) শীর্ষক ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখ, এ-ব্লক অডিটোরিয়ামে বিএমইউ এর সেন্ট্রাল সেমিনার সাব কমিটির উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেয়া ছাত্র জনতা বিভিন্ন ধরণের শারীরিকভাবে আঘাপ্রাপ্ত হন এবং গুলিবিদ্ধ হন যা চিকিৎসাসেবা প্রদানের দৃষ্টিকোন থেকে এক বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর এই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় বিএমইউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিএমইউ এর বর্তমান প্রশাসনের সহায়তায় যারা বিভিন্নভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ও জখম হয় তাদের চিকিৎসায় বিশেষত জেনারেল ও অর্থোপেডিক সার্জন ও অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞরা আহতদের চিকিৎসার জন্য বিশেষভাবে কাজ করেন। কাটা ও গুলির আঘাত, রক্তক্ষরণ, হাড় ভেঙে যাওয়া, জয়েন্ট ও স্নায়ু সমস্যা ইত্যাদি চিকিৎসায় তারা বিশেষ অবদান রাখেন। বর্তমানে আহতদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসাসেবা প্রদান ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে, এক্ষেত্রেও কাজ করে যাচ্ছেন বিএমইউ বর্তমান প্রশাসন ও সার্জন, চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, পেশাগত ও প্রতিষ্ঠানগত দায়বদ্ধতা থেকে আজকের এই সেমিনারের আয়োজন। এই সেমিনারের আয়োজন সময়ের দাবি, জাতীয় দাবি এবং আন্তর্জাতিক আকাঙ্খার প্রতিফলন। আহতদের নিয়ে ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণ বা দালিলিক প্রমাণ হিসেবে এই সেমিনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যারা আহত হয়েছিলেন ৫ আগস্টের সরকার পরিবর্তনের পূর্বে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে তাদের প্রাপ্য সঠিক চিকিৎসাসেবা প্রদানের সুযোগ ছিল না। তবে ৫ আগস্টের সরকার পরিবর্তনের পর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসাসেবা

প্রদানের দুয়ার খুলে যায় এবং বিএমইউ এর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। শুরুতে বিএমইউ এর অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ, জেনারেল সার্জারি বিভাগ, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ আহতদের চিকিৎসায় বিরাট অবদান রাখে। পরবর্তীতে মনোরোগবিদ্যা বিভাগ এবং বর্তমানে ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে কাজ করে যাচ্ছে। বিএমইউ এর বর্তমান প্রশাসন আহতদের চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি তাদের পুনর্বাসনেও সহায়তা প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় বিএমইউ অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছে। সার্জিক্যাল ও অর্থোপেডিক সংক্রান্ত চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আহতদের পুনরুদ্ধারে বিরাট অবদান রেখেছে। এর ফলে অনেক আহত রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং অনেকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরতে শুরু করেছে।

সেন্ট্রাল সেমিনার সাব কমিটির চেয়ারপারসন অধ্যাপক ডা. আফজালুন নেছা এর সভাপতিত্বে ও ডা. খালেদ মাহবুব মোর্শেদ (মামুন) এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেন্ট্রাল সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম। সেন্ট্রাল সেমিনারে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের হ্যান্ড সার্জন ডিভিশনের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আশরাফুল ইসলাম এবং জেনারেল সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ফারুক ইশতিয়াক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের হ্যান্ড সার্জন ডিভিশনের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আশরাফুল ইসলাম জানান, অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ হতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ২০০ এরও বেশি রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসায় প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ৬৫ জন রোগীকে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়, যার মধ্যে বুলেট ইঞ্জুরি ২৬, পিলেট ইঞ্জুরি ২১, শারীরিক আঘাত ১৬, মেরুদন্ডের ব্যাথা ১৫, উপর থেকে পড়ে আঘাত পাওয়া ২ জন রোগী রয়েছে। বিভিন্ন ইউনিটে ৩৯টি মেজর অপারেশন করা হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে পিলেট পাওয়া যায়, যেগুলি বেশী ব্যাথার কারণ সেগুলি অপারেশনের মাধ্যমে বের করা হয়। বেশীরভাগ অপারেশন নার্ভ ইঞ্জুরির এবং নার্ভ ইঞ্জুরির বিভিন্ন ধরণের নার্ভ সার্জারি করা হয়। যেমন নার্ভ রিপেয়ার, গ্রাফটিং, নিউরোলাইসিস, নার্ভ ট্রান্সফার ও টেনডন ট্রান্সফার অন্যতম। ১৩ জন রোগীর বিভিন্ন ধরণের ভাঙ্গা হাড়ের অপারেশন করা হয় এবং এছাড়াও কিছু অপারেশন ছাড়াও চিকিৎসা দেয়া হয়। হাঁটুর বুলেট আথ্রোসকপির মাধ্যমে বের করা হয়। মেরুদন্ডের আঘাত পাওয়া রোগীদের কনজারভেটিভ চিকিৎসা দেওয়া হয়। মানুষিকভাবে ভেঙ্গে পড়া রোগীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে সু-চিকিৎসা দেওয়া হয়। বেশীরভাগ রোগীর চিকিৎসায় ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের সহায়তা নেওয়া হয়। এসব রোগীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফ্রি বা বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

বিএমইউতে বিশ্ব কিডনী দিবস ২০২৫ উদযাপিত

বিএমইউ'র শিশু কিডনী বিভাগের উদ্যোগে ১ বছরের ৬ সহস্রাধিক শিশু কিডনী রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান

র‍্যালি, সেমিনার, লিফলেট, স্যুভেনির বিতরণসহ জনসচেতনতামূলক নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বিএমইউতে বিশ্ব কিডনী দিবস ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। দেশের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার ১৩ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বিএমইউ'র ক্যাম্পাসে শিশু কিডনী বিভাগের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। এবারে বিশ্ব কিডনী দিবসের প্রতিপাদ্য হলো "আপনার কিডনী কি সুস্থ? দ্রুত পরীক্ষা করুন, কিডনী স্বাস্থ্য সুরক্ষা করুন।" গুরুত্বপূর্ণ এই দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ রেনাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগেও বিএমইউ'র সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের অডিটরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসকল কর্মসূচীতে বক্তারা সকল পর্যায়ে সবার সচেতনতাতেই মরণব্যাধি কিডনী রোগ প্রতিরোধ সম্ভব বলে উল্লেখ করেন। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ যাদের রয়েছে তাদেরকে কিডনী বিষয়ে অধিকতর সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বিএমইউ'র শিশু কিডনী (পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি) বিভাগ ও পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ আয়োজিত র‍্যালিপূর্বক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, শিশুদের যদি কিডনী রোগ থাকে, তা দ্রুত সনাক্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। শিশুদের ডায়ালাইসিস ইউনিটে জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। শিশু কিডনী বিভাগের উদ্যোগে "আরলি ডিটেকশন এন্ড প্রিভেনশন অফ রেনাল ডিজিজস ইন চিলড্রেন" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে শিশু নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. আফরোজা বেগম জানান, বিএমইউ'র শিশু কিডনী বিভাগের উদ্যোগে গত এক বছরের ৬ সহস্রাধিক শিশু কিডনী রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বহির্বিভাগে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে ৫ হাজার ৪ শত ৯৩ জন, ভর্তি হয়ে চিকিৎসেবা নিয়েছে ৬৮৫ জন শিশু এবং ডায়ালাইসিস সেবা দেওয়া হয়েছে ৩৮ জন শিশুকে। এখানে আয়োজিত সেমিনারে অধ্যাপক ডা. গোলাম মাঈন উদ্দিন, অধ্যাপক ডা. কবির আলম, অধ্যাপক ডা. শামীম পারভেজ, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সালমা জাহান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সৈয়দ সাইমুল হক, সহযোগী অধ্যাপক ডা. তাহমিনা জেসমিন, সহকারী অধ্যাপক ডা. আব্দুলাহ আল মামুন, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোছাঃ শানজিদা শারমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেনাল এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক ও বিএমইউ'র নেফ্রোলজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মাননীয় সচিব মোঃ সাইদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু জাফর, কিডনী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশিদ, বিএমইউ'র উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, অধ্যাপক ডা. এমএ সামাদ। গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা সভায় বিএমইউ'র কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এএইচ হামিদ আহমেদ, বাংলাদেশ রেনাল এসোসিয়েশনের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. মেজবাহ উদ্দিন নোমান, সদস্য সচিব ডা. মোঃ ফরহাদ হাসান চৌধুরী প্রমুখসহ কিডনী বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট, নার্স ও টেকনিশিয়ানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মাননীয় সচিব মোঃ সাইদুর রহমান বলেন, কিডনী রোগে প্রতিরোধে

বাংলাদেশে কিডনী রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২২.৪৮ শতাংশ।

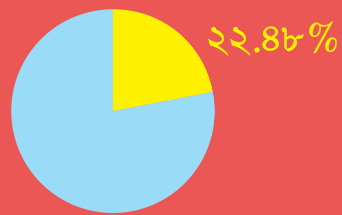

এরমধ্যে প্রায়-

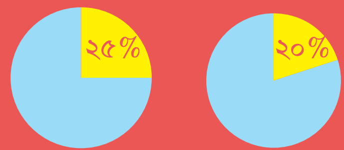

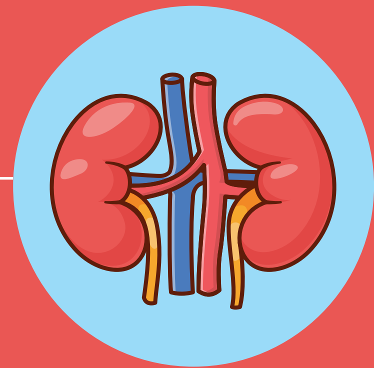

পৃথিবীতে বর্তমানে মৃত্যুর কারণ হিসেবে কিডনী রোগ ৮ম স্থানে

১৭ কোটি মানুষের এই দেশে কিডনী রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি।

বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী গত এক দশকে কিডনী রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

এই মহামারিতে বছরে প্রায় ৪০ হাজার মানুষের কিডনী বিকল হচ্ছে।

৮০ শতাংশ রোগী বিনা চিকিৎসায় ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করছে।

পৃথিবীতে বর্তমানে ৮৫ কোটি মানুষ কিডনী রোগে ভুগছে।

সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। স্কুল পর্যায়ের পাঠ্য বইতে কিডনী রোগ বিষয়ে সচেতনতামূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, কিডনী রোগ প্রতিরোধে শুধু রোগী নয়, চিকিৎসক এমন কি শিক্ষকদেরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। চিকিৎসকরা যাতে আনরেজিস্ট্রার্ড প্রডাক্ট প্রেসক্রিপশনে না লিখেন সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ব্যথানাশক ওষুধ লেখার বিষয়েও অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। একই সাথে কিডনী রোগে চিকিৎসায় এভিডেন্স বেইসড মেডিসিনকে গুরুত্ব দিতে হবে, গাইডলাইন ফলো করে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে। বিএমইউ'র উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, কিডনী রোগ চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি গবেষণাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। চিকিৎসাসেবায় স্টেম সেল থেরাপি কিভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই উদ্যোগ নিতে হবে। একই সাথে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ও ডিসিপ্লিনারি টু ডিসিপ্লিনারি ইন্টারেকশন কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। বিএমইউ'র উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ তাঁর বক্তব্যে কিডনী রোগ প্রতিরোধে রুটিন পরীক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে রেজিস্ট্রার্ডকৃত চিকিৎসক এর মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। কিডনী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশিদ তার বক্তব্যে কিডনী রোগ প্রতিরোধ, কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট, সিএপিডি চিকিৎসার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ রেনাল এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, কিছু ব্যথানাশক ওষুধ রয়েছে, যা রোগীদের কোনোভাবেই সেবন করা উচিত না। কারণ অনেক মানুষের জীবনে এ ধরণের ওষুধ সেবন করে কিডনী বিকল হয়ে যাচ্ছে। তাই এই বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য যে সকল ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, তার উপর সরকার আরোপিত সকল প্রকার ভ্যাট ও ট্যাক্স সম্পূর্ণরূপে মওকুফ করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ওই সেমিনারে জানানো হয়, বাংলাদেশে কিডনী রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২২.৪৮ শতাংশ। এরমধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ মহিলা এবং ২০ শতাংশ পুরুষ। সে হিসাবে ১৭ কোটি মানুষের এই দেশে কিডনী রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি এবং দ্রুত হারে এ সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী গত এক দশকে কিডনী রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এই মহামারিতে বছরে প্রায় ৪০ হাজার মানুষের কিডনী বিকল হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে সক্ষমত রয়েছে সে অনুযায়ী মাত্র ২০ শতাংশ রোগীকে ট্রান্সপ্যান্ট, ডায়ালাইসিস ও অন্যন্য চিকিৎসাসেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তার মানে ৮০ শতাংশ রোগী বিনা চিকিৎসায় ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী কিডনী রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। পৃথিবীতে বর্তমানে ৮৫ কোটি মানুষ কিডনী রোগে ভুগছে। মাত্র ২ যুগ আগেও মৃত্যুর কারণ হিসেবে কিডনী রোগ ছিল ২৭তম স্থানে, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ম স্থানে এবং ২০৪০ সালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৫ম স্থানে।

বিএমইউতে চোখের নীরব ঘাতক বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালিসহ নানা আয়োজন

গ্লকোমা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুরুতেই এই রোগ চিহ্নিত করা গেলে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

–অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

র‍্যালি, সেমিনার, লিফলেট বিতরণসহ জনসচেতনতামূলক নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বিএমইউতে চোখের নীরব ঘাতক বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহ ২০২৫ (৯-১৫ মার্চ) শুরু হয়েছে। দেশের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত মঙ্গলবার ১১ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বিএমইউ'র সি ব্লকের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। এবারে বিশ্ব গ্লকোমা সপ্তাহের স্লোগান হল "এক সাথে হাত ধরি, গ্লকোমা মুক্ত বিশ্ব গড়ি"। র‍্যালিপূর্বক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, গ্লকোমা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুরুতেই এই রোগ চিহ্নিত করা গেলে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সচেতনতার মাধ্যমে রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিএমইউতে গ্লকোমা রোগের চিকিৎসার জন্য গ্লকোমা ক্লিনিক রয়েছে। এখানে চোখের রোগসমূহের সর্বাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে চক্ষু বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসাসেবা ও গবেষণার ব্যবস্থা। এখানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতনামা ফ্যাকাল্টিবৃন্দ রয়েছেন। তাই বিএমইউকে এখন চোখের নীরব ঘাতক গ্লকোমা চিকিৎসায় রোল মডেল হতে হবে। চোখের চিকিৎসায় এভিডেন্স বেইসড মেডিসিনকে গুরুত্ব দিতে হবে, গাইডলাইন ফলো করে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে। বিএমইউ'র চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এসকল আয়োজনে বিএমইউ'র সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আব্দুল ওয়াদুদ, কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ শওকত কবীর, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাফর খালেদ, বাংলাদেশ গ্লকোমা সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক ডা. সিদ্দিকুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারিক রেজা আলী, ডা. শাহ নূর হাসান, ডা. শামস মোহাম্মদ নোমান, ডা. মোহাম্মদ শীষ রহমান ডা. মোঃ গোলাম ফারুক, সহকারী অধ্যাপক ডা. নিরুপম চৌধুরী, ডা. মেহজাবিন হক, ডা. রাজশ্রী দাশ, ডা. জাহিদা জব্বার, ডা. সোনিয়া আহসান, ডা.

তাজমেহ মেহতাজ, ডা. মাজহারুল ইসলাম প্রমুখসহ চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসকল আয়োজন জানানো হয়, গ্লকোমা চোখের এমন একটি রোগ, যাতে চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে, চোখের পেছনের স্নায়ু অকার্যকর হয়ে ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি চলে যায়। গ্লকোমা হল বাংলাদেশ তথা পৃথিবীতে অনিবারণযোগ্য অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। বিএমইউতে রয়েছে ভিজুয়্যাল ফিল্ড অ্যানালাইসিস, কালার ফান্ডাস ফটো, ও.সি.টি, গ্লকোমা লেজার, ট্রাবেকুলেকটমি অপারেশন, কম্বাইন্ড অপারেশন (ছানি এবং গ্লকোমা), বাচ্চাদের গ্লকোমা অপারেশন, গ্লকোমা টিউব ইমপ্ল্যান্ট, কোলাজেন ইমপ্ল্যান্ট ইত্যাদি। এই রোগ যে কোন বয়সে হতে পারে। জন্মের সময় বেশ বড় চোখ এবং চোখের চাপ নিয়ে জন্মালে, একে কনজেনিটাল গ্লকোমা বলে। তরুণ বয়সেও হতে পারে, একে বলে জুভেনাইল গ্লকোমা। বেশীর ভাগ গ্লকোমা রোগ ৪০ বছরের পরে হয়। এদের প্রাথমিক গ্লকোমা বলে। এছাড়াও পারিবারিকভাবে যাদের এ রোগ আছে, যারা মাইনাস পাওয়ার চশমা পড়েন, যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের মধ্যে এ রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বেশী বয়সজনিত চোখের গঠনে পরিবর্তন, জন্মগত গঠনের ত্রুটি, আঘাত, চোখ লাল হওয়া, ডায়াবেটিসজনিত চোখের রক্তহীনতা, অনিয়ন্ত্রিত স্টেরইড বা হরমোন থেরাপি, ছানি পেকে যাওয়া ইত্যাদি কারণে গ্লকোমা হতে পারে। বক্তারা জানান, প্রাইমারী গ্লকোমা সাধারণত ২ চোখে হয় এবং যে কোন বয়সে হতে পারে। এর কারণ হল চোখের গঠনগত পরিবর্তন। আর একটি হল সেকেন্ডারী গ্লকোমা, এটা সাধারণত এক চোখে হয়। আঘাতজনিত কারণে এবং ঘন ঘন চোখ লাল বা প্রদাহ জনিত কারণে এই রোগ হতে পারে। এই রোগের উপসর্গের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের উপসর্গ নিয়ে রোগীরা ডাক্তারের কাছে আসতে পারে। হঠাৎ করে এক চোখে প্রচন্ড ব্যাথা হয়ে দৃষ্টি শক্তি কমে যাওয়া, তার সাথে প্রচন্ড মাথা ব্যাথা ও বমি বমি ভাব হতে পারে। আবার সব সময় হালকা চোখে এবং মাথা ব্যাথা (বিশেষ করে কম আলোতে) এবং আস্তে আস্তে দৃষ্টি শক্তি কমে যেতে পারে। অন্যদিকে ব্যথাবিহীন উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি ধীরে ধীরে কমে যাওয়া এবং চশমার পাওয়ার পরিবর্তন নিয়েও রোগীরা ডাক্তারের কাছে আসে। মাঝে মাঝে দৃষ্টি সীমানার যে কোন এক পাশে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, ছানি পেকে চোখ লাল হওয়া ইত্যাদিও এ রোগের উপসর্গ হতে পারে। জন্মগত বড় চোখ, চোখ হতে পানি পড়া এবং আলোতে চোখ বন্ধ করে ফেলা জন্মগত গ্লকোমা লক্ষণ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, রোগীর ইতিহাস এবং বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে গ্লকোমা রোগ নির্ণয় সম্ভব। এর মধ্যে দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষা (ভিসুয়াল একুইটি), চোখের চাপ পরীক্ষা (ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার), গনিয়াস কপী বা চোখের কোণা পরীক্ষা এবং অফথালমোসকপী বা চোখের স্নায়ু পরীক্ষা বেশী গুরুত্ব বহন করে। স্বাভাবিক চোখের চাপ সাধারণ (১০-২১) মি.মি. মার্কারী। অস্বাভাবিক চোখের চাপ থাকলে সমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে গ্লকোমা সনাক্ত করে তড়িৎ চিকিৎসা বাঞ্ছনীয়।

এই রোগ প্রতিরোধে করণীয় হলো– পারিবারিকভাবে যাদের গ্লকোমা রোগের ইতিহাস আছে, তাদের নিয়মিত চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে চোখ পরীক্ষা করতে হবে, অল্প আলোতে কারো চোখে এবং মাথা ব্যথা হলে ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন, চোখে ছানি পড়লে তা পেকে যাওয়ার আগে অপারেশন করিয়ে নেয়া ভাল, চোখে প্রদাহ হলে সেটা হতে গ্লকোমা হওয়ার আগে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন, চোখে আঘাতের পর দেরী না করে চিকিৎসা করাবেন, স্টেরইড বা হরমোন থেরাপী যারা নেন তারা নিয়মিতভাবে অন্তত ৩-৪ মাস অন্তর অন্তর চোখ পরীক্ষা করাবেন, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ কোন হাসপাতালে অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে চোখের ছানি অপারেশন সহ বিভিন্ন অপারেশন করালে অপারেশন পরবর্তী গ্লকোমা রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ করা যায়, পরিশেষে জীবন যাত্রার অভ্যাস পরিবর্তন যেমন পরিমিত খাদ্যভ্যাস, লবণ জাতীয় খাবার বর্জন এর মাধ্যমে তথা ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গ্লকোমা রোগের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

বিএমইউ'র সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের উদ্যোগে এমআরআই, সিটি স্ক্যান, মোমোগ্রাফি, ইন্টারভেনশন রেডিওলজি সংক্রান্ত কার্যক্রম (রিপোর্টিংসহ) সম্পূর্ণরূপে চালু হয়েছে।

বিএমইউ'র সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের উদ্যোগে এমআরআই, সিটি স্ক্যান, মোমোগ্রাফি, ইন্টারভেনশন রেডিওলজি সংক্রান্ত কার্যক্রম (রিপোর্টিংসহ) সম্পূর্ণরূপে চালু হয়েছে। গত সোমবার ৩ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে এই কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বিএমইউ'র সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার ও রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম। এসময় রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের অধ্যাপক ডা. বিশ্বজিৎ ভৌমিক প্রমুখ উক্ত বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, টেকনোলজিস্ট, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমইউতে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২৫ অনুষ্ঠিত

জাতীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গত শনিবার ১৫ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বিএমইউ'র বহির্বিভাগে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, শিশু অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ডা. মানিক কুমার তালুকদার, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, শিশু বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ ইমনুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক, উক্ত বিভাগের আরপি সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ কবির হোসেন, সহকারী পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. মোঃ আসলাম উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইনে মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অনেক দেশ থেকে এগিয়ে রয়েছে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণেই বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচীসহ জাতীয় ভিটামিন ক্যাম্পেইন শতভাগ সফল হয়েছে। যা সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি অনুসরণীয় উদহারণ। জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২৫ এর সফলতা কামনা তিনি বলেন, ভিটামিন এ ক্যাপসুল অন্ধত্ব প্রতিরোধে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে। প্রতি ৬ মাস পর পর এই ক্যাপসুল শিশুদের খাওয়ালে শিশুরা রাতকানাসহ অন্ধত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। যেসকল অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের এ ক্যাপসুল খাওয়াতে নিয়ে এসেছেন, তাদের অভিনন্দন জানাই এবং ছয় মাস পরে তাদের সন্তানদের নিয়ে আবারও আসবেন আমরা সেই অপেক্ষা থাকব।

ক্যাম্পেইনে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদেরকে একটি করে নীল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় এবং ১ বছর থেকে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের একটি করে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দের সাথে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা, গবেষণা, উন্নয়নসহ বিবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

গত সোমবার ৩ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বিএমইউ'র সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের লেকচার হলে বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দের সাথে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা, গবেষণা, উন্নয়নসহ বিবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমইউতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মোড়কজাত খাদ্যের উপাদান সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিতকরণ সভা

খাবারের নামে বিষ কিনে খাচ্ছি কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।

–অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

অতিরিক্ত চিনি, লবন, ট্রান্সফ্যাট হলো হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সারের মতো অসংক্রামক রোগের অন্যতম কারণ। এসডিজি-র লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার খাদ্যের ফ্রন্ট প্যাকেটে লেবেলিং-এ চিনি, লবন, ট্রান্সফ্যাট পরিমাণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মোড়কজাত খাদ্যে ফ্রন্ট প্যাকেটে লেবেলিং সংক্রান্ত তথ্য, অসংক্রামক রোগ কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সে লক্ষ্য পূরণে ২০ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কনফারেন্স হলে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও সেন্টার ফর ল এন্ড পলিসি এফেয়ার্স-সিএলপিএ যৌথভাবে আয়োজিত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মোড়কজাত খাদ্যের উপাদান সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে করণীয় শীর্ষক আলোচনায় সভার আয়োজন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় জনস্বাস্থ্য এবং ভোক্তার অধিকার রক্ষায় ফ্রন্ট প্যাকেটে লেবেলিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, খাবারের নামে বিষ কিনে খাচ্ছি কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।

সভায় বক্তারা বলেন, দ্রব্যের মোড়কে চিনি, লবন, ট্রান্সফ্যাট, স্যাচুরেটেড ফ্যাট ইত্যাদির মাত্রা সুস্পষ্টভাবে লেখার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। যাতে নিরক্ষর ক্রেতারাও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য চিহ্নিত করতে পারে। খাদ্যে কোন দ্রব্যের মাত্রা কতটুকু হবে, কিভাবে হবে এবং কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন হবে তা সুস্পষ্ট করা জরুরি। এছাড়া এসকল বিধান বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং, সমন্বয় এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় সেন্টার ফর ল এন্ড পলিসি এফেয়ার্স-এর প্যাকেজিং এবং লেবেলিং বিষয়ক গবেষণায় দেখা যায়, অতিরিক্ত চিনিযুক্ত পানীয় এবং চিপস এ কোন ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কবাণী নেই। প্যাকেটে মোটিভেশনাল বিভিন্ন শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। মার্কেটিং সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় প্রায় শতভাগ দোকানে চিপস এবং অতিরিক্ত চিনিযুক্ত পানীয়ের বিজ্ঞাপন রয়েছে। ৭০ শতাংশ দোকানী অতিরিক্ত বিক্রির জন্য কমিশন পায়, ৫২ শতাংশ দোকানে ব্রান্ডের ফ্রিজ এবং ৩৬ শতাংশ দোকানে সাইনবোর্ড রয়েছে।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো- ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা জরুরি। আমাদের দেশে রোগ বাড়ছে, তাই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সচেতনতার পাশাপাশি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সভায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আতিকুর হক এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ড. শিব্বির আহমেদ ওসমানী বলেন, সরকার মোড়কজাত খাবারে চিনি, লবন, ট্রান্সফ্যাট বিষয়ক তথ্য যুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে এ বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. খালেকুজ্জামান রুমেল বলেন, গবেষণায় পাওয়া যায় অতিরিক্ত চিনিযুক্ত কিছু পানীয়তে দাতের ক্ষতি হয় এমন সকল উপাদান পাওয়া গিয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষর সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সোয়েব বলেন, নিরাপদ খাদ্য আইন একটি শক্তিশালী আইন। এ আইনের আলোকে মোড়কজাত প্রবিধানমালা করা হয়েছে। তবে আমাদের গবেষণার দেখা যায় অনেক ব্যবসায়ী এ বিধিমালা মেনে চলছেন না। ফ্রন্ট প্যাকেটে লেবেলিং করার বিষয়ে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। গোবাল হেলথ এডভোকেসী ইনকিউবেটর এর জনাব রুহুল কুদ্দুস বলেন খাদ্যের মান, মোড়ক সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব দেয়া জরুরি। ব্যারিস্টার নিশাত মাহমুদ বলেন, সংবিধানে জনস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সংবাদিক ও গবেষক সুশান্ত সিনহা বলেন, নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নের কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত। প্রফেসর ড. সাইদুর আরেফিন নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে জোর দেন। ডা. অফম সারোয়ার মোড়কের স্বাস্থ্য সর্তকবানী বাংলাদেশের নাগরিকরা বুঝতে পারে সে অনুসারে প্রণয়নের সুপারিশ করেন।

সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, গোবাল হেলথ এডভোকেসী ইনকিউবেট, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর, পাবলিক হেলথ ল ইয়ার্স নেটওয়ার্ক, সিটিজেন নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সাইন্স, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক হেলথ নিউজ ২৪, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট, ভাইটার স্ট্রাটেজিস, সিয়াম, ডাস, পদ্মা, গ্রাম বাংলা, মৌমাছি, কসমস সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আইকিউএসির উদ্যোগে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বিএমইউ'র ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও বিধিমালা-২০০৮" বিষয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১৯-২০ মার্চ ২০২৫ইং তারিখ বুধবার ই-ব্লকের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মেডিসিন, সার্জারি ও বেসিক সায়েন্স অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় ক্রয় কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিবসহ বিভিন্ন অফিসের ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নুরুন নাহার খানম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত পরিচালক ডা. তারিক রেজা আলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক ডা. দীনে মুজাহিদ মো. ফারুক ওসমানী।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের গণপূর্ত বিভাগের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জনাব আশিক আহমেদ শিবলী।

বিএমইউতে "বাংলাদেশের উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের উপর কৌশলগত নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন" শীর্ষক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস (DPHI) এবং ইউনিসেফ-এর যৌথ উদ্যোগে "বাংলাদেশের উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের উপর কৌশলগত নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়ন (Assessing the Impact of Strategic Leadership Training Program on Upazila Healthcare Managers of Bangladesh)" শীর্ষক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি গত ২৩ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়নের জন্য লিডারশিপ প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এই কর্মশালা উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের জন্য লিডারশিপ প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ও উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও দক্ষ করে তুলতে সহায়ক হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। কর্মশালায় উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ- প্রো ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন), অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার- প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন), অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার- কোষাধ্যক্ষ, অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক- চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস ও ডিন, প্রিভেন্টিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিন অনুষদ, এবং ডা. সেকেন্দার আলী মোল্লা- উপ-পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ডা. ফিদা মেহরান- হেলথ সিস্টেম স্পেশালিস্ট, হেলথ সেকশন ইউনিসেফ, বাংলাদেশ তাদের মূল্যবান মতামত দেন। আলোচকগণ লিডারশিপ প্রশিক্ষণের তাৎপর্য এবং ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যখাতে এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্ট্র্যাটেজিক লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামের (SLMTP) ইতিহাস ও পটভূমি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পরিকল্পনা ও গবেষণা, ডিজিএইচএস-এর- ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. আরাফাতুর রহমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরেন। এরপর গবেষণার প্রধান গবেষক ডা. ফারিহা হাসিন, সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস কর্মশালায় গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল বিষয়ক প্রতিপাদন উপস্থাপন করেন। এতে উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে স্ট্র্যাটেজিক লিডারশিপের প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে, যা স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি এবং রিসোর্সের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এরপর ডা. এ এম জাকির হোসেন- চেয়ারম্যান, কমিউনিটি ক্লিনিক হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্স ট্রাস্ট এবং সদস্য, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন, লিডারশিপের পাঁচটি ডিসিপ্লিনের তাৎপর্য নিয়ে আলোকপাত করেন। আলোচনায় লিডারশিপ প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয়।

বিএমইউ'র সাবেক ডিন অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলামের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বিরল মানবিক গুণের অধিকারী অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলামের চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনকল্যাণে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিএমইউ'র প্রিভেনটিভ এন্ড স্যোসাল মেডিসিন অনুষদের সাবেক ডিন, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলাম এর স্মরণসভা গত শনিবার ৮ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের লেকচার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্মরণসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, বিরল মানবিক গুণের অধিকারী অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলামের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশেষ করে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় এবং জনকল্যাণে বিশেষ করে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বলেন, অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলাম চিন্তা, জানা, বুঝার ক্ষেত্রে ছিলেন সাধারণের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সবার জন্য তার দুয়ার খোলা ছিল। শিক্ষক হিসেবে তিনি বায়োস্ট্যাটিসটিক্স এর অনেক জটিল বিষয় অসামান্য দক্ষতার সাথে অত্যন্ত সহজ করে উপস্থাপন করতে পারতেন। দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেলে সেটাই হবে অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলামের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো।

বিএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলাম যা বিশ্বাস করতেন, কর্মেও তার প্রতিফলন করে গেছেন। আমি নিজেও তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। বিএমইউ'র প্রতিটি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর সহযোগিতায় আমি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা সম্পন্ন করতে পেরেছি। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জনকল্যাণে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন এর পুণ্য হিসেবে মহান আলাহতায়ালা তাকে নিশ্চয়ই জান্নাতবাসী করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

অন্য বক্তারা বলেন, অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলাম ছিলেন সাদা মনের সুন্দর মানুষ। তিনি

ছিলেন অমায়িক, নির অহংকার, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। ছিলেন শিক্ষার্থী বান্ধব শিক্ষক, ব্যতিক্রমধর্মী ও দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ। তিনি চ্যারিটি ধরণের কাজ করতে পছন্দ করতেন। তিনি বাংলাদেশে বিলুপ্ত প্রজাতির বিভিন্ন ধরণের গাছ রোপণ করে গিয়েছেন। ফলের গাছ তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন, কারণ এসব গাছ থেকে পাখি ও মানুষ ফল খেতে পারেন। তিনি নিজের লাভের জন্য কিছুই করে যাননি। তিনি ছিলেন একজন নিঃস্বার্থপর মানুষ। দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ করে গবেষণা ও থিসিসের উন্নয়নে তাঁর অভাব পূরণ হওয়ার নয়। তিনি মানুষের সমালোচনার কথা চিন্তাও করতেন না। প্রভাব ও প্রতাপ এ ধরণের কোনো ভাবভঙ্গি তাঁর জীবনে ছিল না। মৃত্যুর সময়ও তিনি শুধু শান্তিতে চলে যেতে চেয়েছেন, এছাড়া অন্য কিছুই তাঁর চাওয়ার ছিল না।

পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রিভেনটিভ এন্ড স্যোসাল মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক এর সঞ্চালনায় স্মরণসভায় বিএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, ইমিরেটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুলাহ, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক সৈয়দ শরীফুল ইসলামের বড় ভাই অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. শাহ আব্দুস সালাম, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিএমইউ'র প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসাপাতাল) ডা. মোঃ শাহিদুল হাসান প্রমুখসহ পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিএমইউ'র প্রিভেনটিভ এন্ড স্যোসাল মেডিসিন অনুষদের সাবেক ডিন, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে সকাল ১১টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মরহুম অধ্যাপক সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বিএমইউ ছাড়াও ইংল্যান্ডের একটি ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। তাঁকে ময়মনসিংহ শহরে পারিবারিক নিজস্ব কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন- মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বিএমইউতে দুর্ঘটনাসহ সকল ধরণের আহত রোগীদের সর্বাধুনিক জরুরি চিকিসাসেবা নিশ্চিত করতে “এ্যাসেনশিয়াল অফ ট্রমা কেয়ার ইন দ্যা ইমার্জেন্সি রুম” বিষয়ক সিএমই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে গত সোমবার ২৪ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ এবং প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া-এর যৌথ উদ্যোগে “এ্যাসেনশিয়াল অফ ট্রমা কেয়ার ইন দ্যা ইমার্জেন্সি রুম (CME on Essential of Trauma Care in the Emergency Room)” বিষয়ক সিএমই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সিএমই প্রোগ্রামে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিএমইতে আহত রোগীদের বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সর্বাধুনিক জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ, জ্ঞানগর্ভ, প্রজ্ঞাময়, বাস্তবধর্মী প্রবন্ধ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনা করেন ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. আসাহি মাকসুরা হোসাইন। অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. চৌধুরী ইকবাল মাহমুদ এর সঞ্চালনায় বিএমইউ'র প্রক্টর অর্থোপেডিক সার্জন সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী ফয়সাল, সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের অতিরিক্ত পরিচালক ডা. মোঃ শাহিদুল হাসান, প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া-এর ইলেকটেড সভাপতি ডা. শাকিল ফরিদ, হসপিটাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. আকতারুজ্জামান, প্লাস্টিক সার্জন ডা. তৌফিক এলাহী প্রমুখ বিএমইউ এর অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিএমই প্রোগ্রামে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, শুধুমাত্র সড়ক দুর্ঘটনায় বছরে বাংলাদেশে ৭ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আহতদের সংখ্যা এর তিন গুণ। অন্যান্যভাবে আহতদের সংখ্যা তো রয়েছেই। এই অবস্থায় আহত রোগীদের জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন বাঁচাতে উন্নত ইমার্জেন্সি রুম বা বিভাগ বা ইমার্জেন্সী মেডিসিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে দেশে এ ধরণের রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য আধুনিক ইমার্জেন্সি সেবা নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র কক্সবাজারে আহত রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য ইমার্জেন্সি মডেল ওয়ার্ড চালু রয়েছে। তবে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (বিএমইউ) এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভার ট্রান্সপ্যান্টসহ আহত রোগীদের বিশ্বের সর্বাধুনিক চিকিৎসাসেবা প্রদানের বিরাট সুযোগ রয়েছে। আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। মাননীয় উপাচার্য প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়াকে বিএমইউ এর সাথে যৌথভাবে এ্যাসেনশিয়াল অফ ট্রমা কেয়ার ইন দ্যা ইমার্জেন্সি রুম বিষয়ক সিএমই প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ দেন। তিনি আরো বলেন, ট্রমা চিকিৎসায় আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার সংমিশ্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জরুরি বিভাগে সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া একজন রোগীর জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ ধরণের শিক্ষামূলক আয়োজন আরও বেশি হওয়া দরকার।

বিএমইউ এর প্রক্টর ও অর্থোপেডিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ জানান, সড়ক দুর্ঘটনা ও সংঘর্ষসহ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য মানুষ আহত হয়ে

থাকে। কিন্তু তাদের জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা খুব একটা নেই। এ্যাসেনশিয়াল অফ ট্রমা কেয়ার ইন দ্যা ইমার্জেন্সি রুম বিষয়ক সিএমই প্রোগ্রাম বিএমইউসহ বাংলাদেশে আহত রোগীদের জন্য বিদ্যমান ইমার্জেন্সীসেবাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করবে। যা দেশে বিভিন্নভাবে ইনজুরিতে আক্রান্ত মুমূর্ষ রোগীদের জীবন বাঁচানোসহ হাজার হাজার রোগীর আরোগ্যলাভের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করবে। জরুরি পরিস্থিতিতে ট্রমা রোগীর সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা কি হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. আসাহি মাকসুরা হোসাইন। তিনি ট্রমা রোগীর শুরুর ব্যবস্থাপনা, জরুরি কক্ষের করণীয় এবং বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতির উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবিসিডিই (ABCDE) এয়ারওয়ে, ব্রিথিং, সারকুলেশন, ডিসএ্যাবালিটি, এক্সপোজার (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) পদ্ধতি এখন ট্রমা কেয়ারের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসকরা উন্নত বিশ্বে ব্যবহৃত কৌশলগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেন। তিনি বলেন, ট্রমা রোগীদের ক্ষেত্রে গোল্ডেন আওয়ার বা প্রথম এক ঘণ্টার চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে রোগীকে দ্রুত এবং কার্যকর চিকিৎসা দেওয়া গেলে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়। জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকদের অবশ্যই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং প্রোটোকল অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ট্রমা কেয়ার শুধুমাত্র জরুরি বিভাগের চিকিৎসকদের বিষয় নয়, এটি সার্বিকভাবে সব চিকিৎসকের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। সার্জারি, অর্থোপেডিকস, নিউরোসার্জারি, রেডিওলজি এবং এনেস্থেসিয়া বিভাগের চিকিৎসকদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি রোগী দ্রুত চিকিৎসা পেতে পারে।

সিএমইউতে ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিভাগ চালু সময়েরই দাবি উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, জরুরি বিভাগে ট্রমা চিকিৎসার মূলনীতি বিষয়ক সিএমইটি অত্যন্ত সময় উপযোগী হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে জরুরি ও ট্রমা কেয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ইনজুরিতে আহত রোগীদের দক্ষ ট্রমা চিকিৎসা নিশ্চিত করা জরুরি। সেই লক্ষ্য পূরণে ট্রমা চিকিৎসার সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করার কৌশল নির্ধারণে এ ধরণের সিএমই ভূমিকা রাখবে।

বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য ট্রমাজনিত ইনজুরির হার ক্রমাগত বাড়ছে। তাই, জরুরি বিভাগের চিকিৎসকদের ট্রমা কেয়ার সম্পর্কে হালনাগাদ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের সিএমই চিকিৎসকদের দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সিএমইতে প্রাথমিক ট্রমা কেয়ার এবং জরুরি কক্ষের ভূমিকা, গোল্ডেন আওয়ার কনসেপ্ট এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসার কৌশল, এবিসিডি পদ্ধতির ব্যবহার, ট্রমা রোগীদের সঠিক তদারকি ও রেফারাল সিস্টেম, প্রোটোকল ভিত্তিক চিকিৎসার গুরুত্ব, বাংলাদেশে ট্রমা কেয়ারের বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা ইত্যাদি আলোচিত হয়।

এই সিএমই থেকে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, রেসিডেন্ট চিকিৎসক এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেন এবং ট্রমা রোগীদের আরও দক্ষতার সঙ্গে চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা উদ্বুদ্ধ হবেন। চিকিৎসকদের আহত রোগীদের সেবা দানের জন্য জরুরি বিভাগের প্রস্তুতি এবং ট্রমা রোগীর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমৃদ্ধ করবে। সেমিনারের আয়োজকরা ভবিষ্যতেও এ ধরণের আরও শিক্ষামূলক আয়োজনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

স্টেম সেল রুট ক্যানাল থেরাপী দাঁত সংরক্ষনের এক অত্যাধুনিক যুগান্তকারী চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় স্টেম সেল থেরাপী প্রয়োগ হচ্ছে মানব দেহের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জটিল রোগের চিকিৎসায়। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় লিভার, কিডনী, স্নায়ু রোগ কিংবা ব্রেইন এর নানা সমস্যার কথা। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে রোগাক্রান্ত অংগের কোষ, কোষকলা কিংবা পুরো অংগের কার্যকারিতা পুনরায় স্বাভাবিক ভাবে গড়ে তোলা। দাঁতের রুট ক্যানাল চিকিৎসায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে স্টেম সেল থেরাপী তারই এক নতুন সংযোজন। রোগাক্রান্ত কিংবা আঘাত জনিত কারনে দাঁতের মজ্জা বা ডেন্টাল পাল্প ক্ষতিগ্রস্থ বা সংক্রমিত হয়ে পঁচন ধরলে দাঁত সংরক্ষন করা কঠিন হয়ে যায়। দাঁতের রুট ক্যানাল চিকিৎসার মাধ্যমেও প্রচলিত নিয়মে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রিজেনারেটিভ এন্ডোডন্টিকস পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ দাঁতের মজ্জা পূণর্গঠন সম্ভব নানা প্রক্রিয়ায়। এর মধ্যে এপিক্যালি ইনডিউস্ড ব্লিডিং, রোগীর শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করে তা মেশিনের মাধ্যমে সেন্ট্রিফউজ করে পিআরপি, পিআরএফ কিংবা ইনজেকটেবল পিআরএফ প্রয়োগ করে দাঁতের রুট ক্যানাল স্টেম সেল থেরাপী সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষনা তথ্যে যার সাফল্যের হার প্রায় শতভাগ। সম্প্রতি আমাদের দেশেও বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনজারভেটিভ ডেন্টিষ্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিকস বিভাগের বিভিন্ন গবেষনা রিপোর্টে তার প্রমান মিলে। এ ছাড়া তুলে ফেলা দাঁতের পাল্প, এপিকাল পেপিলা, পেরিওডন্টাল লিগামেন্ট থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করে দাঁতের রুট ক্যানালে ব্যাবহার করা হয়। এ ছাড়া সাম্প্রতিক কালে তুলে ফেলা দাঁতের পাল্প থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে - “স্টেম সেল ব্যাংক”। তুলে ফেলা দাঁতের পাল্প টিসু থেকে স্টেম সেল ব্যাবহার করা হচ্ছে মানব দেহের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংগ যেমন লিভার, কিডনী, ফুসফুসের জটিল রোগের চিকিৎসায়। বন্ধাত্ব নিরসনেও স্টেম সেল থেরাপি গায়নকোলজিতে এক বিরাট সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত করেছে। স্টেম সেল থেরাপির ইতিহাস খুব পুরানো নয়। ষাটের দশকে প্রথম রাশিয়ার এক বিজ্ঞানী মানবদেহে স্টেম সেল আবিস্কার করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা স্টেম সেল গবেষনা স্বীকৃতি দেন। বোস্টন ইউনিভার্সিটি প্রথম ইঁদুরের উপর গবেষনা করে প্রমান দেন দাঁতের পাল্প থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করে তা শরীরের অন্যসব টিস্যু গঠনে ব্যবহার করা যায়। দাঁতের পাল্প টিস্যু থেকে স্টেম সেল তৈরী করা হয় হার্ট, লিভার, কিডনী ইত্যাদিতে ব্যবহার যোগ্য স্নায়ূকোষ, রক্তকোষ, মাংসপেশীকোষ, ফ্যাটি টিসু তৈরীতে সক্ষম ইত্যাদি নানা ধরনের স্টেম সেল। স্টেম সেল মূলতঃ স্কিল্ড সেল যা মানব দেহের প্রয়োজন অনুসারে কোষ কলা সৃষ্টিতে সক্ষম।

দাঁতের রুট ক্যানাল চিকিৎসা পদ্ধতিঃ

১ম ধাপ-

- রোগাক্রান্ত দাঁতটি পরীক্ষা করে চিকিৎসার উপযোগী কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।
- জীবানুমুক্ত করনের লক্ষ্যে দাঁতটিকে রাবার ড্যাম দিয়ে আইসোলেশন করা।
- রুট ক্যানাল এক্সেস ক্যাভিটি তৈরী করা ।
- বিশেষ ধরনের ইরিগেশন প্রটোকল অনুসরন করা।
- রুট ক্যানাল জীবানুমুক্ত করনে সক্ষম ইন্ট্রাক্যানাল মেডিসিন প্রয়োগ করা।

২য় ধাপ (২-৪ সপ্তাহ পর)-

- পুনরায় রোগীর শারীরিক কোন সমস্যা এবং দাঁত পরীক্ষা করা।
- রুটক্যানাল ওপেন করে দাঁতের ভিতরকার অবস্থা পরীক্ষা করা।
- বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ইরিগেশন প্রটোকল সম্পন্ন করা।
- রোগীর শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের মাধ্যমে পিআরপি, পিআরএফ, আইপিআর-এফ তৈরী করা।
- রুট ক্যানালের মধ্যে তৈরী পিআরএফ প্রয়োগ করা।
- বায়োএকটিভ ম্যাটিরিয়াল রুট ক্যানাল বন্ধ করন।
- সিরামিক বা কম্পোজিট ম্যাটিরিয়াল দিয়ে ফাইনাল রিস্টোরেশন দেয়া।
- ২-৪ সপ্তাহ পর ফলো আপ করা।
- দাঁতের সেনসিবিলিটি ও ভাইটালিটি পরীক্ষনে ইপিটি, পালস্ অক্সিমিট্রি ব্যবহার করে দাঁতের অক্সিজেন সেচুরেশন লেভেল পরীক্ষন ।
- আরভিজি, সিবিসিটি পরীক্ষন করার মাধ্যমে দাঁত এবং দাঁতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরীক্ষন।

লেখক- অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন), বিএমইউ
বিডিএস, ডিডিএস, এমএস, এফসিপিএস, এফডিএস আরসিপিএস(ইউকে)
কনজারভেটিভ ডেন্ট্রিস্টি এন্ড এন্ডোডন্টিক বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
চেয়ারম্যান, অর্গানাইজিং কমিটি, এশিয়ান পেসিফিক এন্ডোডন্টিক কনগ্রেস ঢাকা ২০২৫।
E-mail : howladermr@yahoo.com

বিএসএমএমইউ -এর
মাসিক নিউজলেটার
মার্চ ২০২৫